দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 MAR 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

130

এস এস সি পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পন্ন ॥ শিক্ষকদের ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে এস এস সি পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সরকারীভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে ধর্মঘটী বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকরা গ্রেফতারকৃত শিক্ষক নেতৃবৃন্দের মুক্তিসহ দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণ না করে কর্মবিরতির আন্দোলন অব্যাহত রাখার কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন।

শিক্ষক ধর্মঘটের আরো খবর ৩-এর পাতায়।

গতকাল শিক্ষক ধর্মঘটের একাদশতম দিনেও বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের ধর্মঘট পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। রাজধানীর অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রে গতকাল এসএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র বিতরণ করা হয়। তবে দেশের অন্যান্য স্থানে প্রবেশপত্র বিতরণকে কেন্দ্র করে নানারকম গোলযোগের খবর আসছে।

রাজধানীর নির্দিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে গতকাল থেকে এস এস সি পরীক্ষার প্রবেশপত্র বিতরণ শুরু হলেও ধর্মঘটী শিক্ষকরা গতকাল নিজ নিজ স্কুলের পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রবেশপত্র আনতে যাননি। ফলে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে বিড়ম্বনার সম্মুখীন হন। বেতনের রসিদ বা রেজিষ্ট্রেশন স্লিপ খুঁজে না পাওয়ায় অনেককেই প্রবেশপত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে অসুবিধা পোহাতে হয়। আজিমপুরের অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ে গতকাল পর্যন্ত প্রবেশপত্র এসে পৌঁছেনি। আজ বুধবারও প্রবেশপত্র বিতরণ করা হবে বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। এস এস সি পরীক্ষা কেন্দ্র সম্পর্কে যে কোন খবর জানার জন্য গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোর সামনে পর্যাপ্তসংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য একটি সূত্রে জানা গেছে।

ধর্মঘটী বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকরা গতকাল সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক সমাবেশের আয়োজন করে। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং সংগ্রামী ছাত্রজোটও সমাবেশে যোগ দেয়। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (নজরুল) সভাপতি জনাব নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় শিক্ষক প্রতিনিধিরা গ্রেফতারকৃত শিক্ষক নেতৃবৃন্দের মুক্তি ও দু'দফা দাবী পূরণ না হওয়া

(শেষ পৃ: ৪-এর ক: দ্র:)

ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল উপকেন্দ্রের পরীক্ষা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে হবে

ঢাকা পশ্চিম জোনের অন্তর্গত ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল উপকেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, অনিবার্য কারণে তাদের পরীক্ষা ঐ উপকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত না হয়ে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ উপকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

(শেষ পৃ: ১-এর ক: দ্র:)

ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সি

(১ম পাতার পর)

এই উপকেন্দ্রের অন্তর্গত স্কুলগুলির নাম হচ্ছে গভর্নমে ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ইউনিভার্ ল্যাবরেটরি স্কুল, উদয়ন বিদ্যা রাইফেলস পাবলিক স্কুল ও কলে বাংলাদেশ রাইফেলস স্কুল, বি, এস, আই, আর স্কুল, ধানমণ্ হাইস্কুল, রহমত উল্লাহ মডে হাইস্কুল ও সালেহা হাই স্কুল খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 MAR 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এস এস সি পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পন্ন

(১ম পাতার পর)

পর্যন্ত কর্মবিরতির কর্মসূচী অব্যাহত রাখার কথা জানান। দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের না পাঠানোর জন্যও তারা অভিভাবকদের কাছে আহ্বান জানান।

৬ই মার্চ বিক্ষোভ ও সমাবেশ

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নির্ধারিত সমাবেশ অনুষ্ঠানের পর শিক্ষক শিক্ষিকাদের একটি দল শিক্ষা ভবনের আবদুল গনি রোডস্থ ফটকের সামনে এসে অবস্থান নেন। প্রথমদিকে পুলিশ তাদের গতিরোধ করে, কিন্তু পরে তাদের আবদুল গনি রোডে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। এসময় বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী তাদের সঙ্গে ছিল। প্রায় এক ঘণ্টা তারা শিক্ষা ভবনের ফটকের কাছে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এক পর্যায়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের একটি অংশ '৬ই মার্চ হরতাল' বলে শ্লোগান দিতে শুরু করলে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির জনৈক নেতা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাবী মানা না হলে ৬ই মার্চ হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। অবশ্য গতরাতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে হরতালের কর্মসূচী উল্লেখ না করে শিক্ষকদের মুক্তি ও দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার এবং ৬ তারিখে উপজেলা সদরে শিক্ষক-ছাত্র অভিভাবকদের সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠানের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। ঘেরাওকালে শিক্ষাভবনে কারো কাছে কোন স্মারকলিপি প্রদান করা হয়নি।

শিক্ষাভবন ঘেরাও শেষে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিল সহকারে জাতীয় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে যান। সেখানে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর শিক্ষক ও ছাত্রদের একটি অংশ মিছিল করে তোপখানা রোড হয়ে বায়তুল মোকাররমের সামনে দিয়ে গুলিস্তান হলের সামনে পৌঁছেন। শিক্ষক ও ছাত্ররা তখন মিছিল করে বঙ্গভবনের দিকে যেতে চাইলে দাঙ্গা পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এতে মিছিলকারীরা কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং গুলিস্তান হলের সামনে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরে সেখান থেকে মিছিলটি টয়েনবি সার্কুলার রোড হয়ে হাটখোলাস্থ দৈনিক ইত্তেফাক ভবনের সামনে এসে পৌঁছে। এসময় মিছিলকারীরা দৈনিক ইত্তেফাক ভবনে বেশ কিছুক্ষণ ইট পাটকেল নিক্ষেপ করেন। ইটপাটকেলের আঘাতে ইত্তেফাক ভবনের কিছু ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। ইত্তেফাক ভবনের সামনে পত্রিকার কয়েকটি কপি পোড়ানো হয়।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমন্বয় পরিষদ ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (নজরুল) নেতৃবৃন্দ গতকাল প্রদত্ত পৃথক পৃথক বিবৃতিতে গ্রেফতারকৃত শিক্ষকদের মুক্তি ও দুই দফা দাবী বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি অব্যাহত রাখার কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক লীগ, বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও জাতীয় ছাত্রফ্রণ্ট নেতৃবৃন্দ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে শিক্ষকদের দাবী মেনে নিয়ে অচলাবস্থা নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদের আহবান

আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে এবং এস এস সি পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে ধর্মঘটরত বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের দাবী মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

শিক্ষক পরিষদের এক বিবৃতিতে ধর্মঘটী শিক্ষকদের সাথে গঠনমূলক আলোচনার পরিবর্তে শিক্ষকদেরকে গ্রেফতার ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

টাংগাইল থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদের ধর্মঘটের একাদ দিনে গতকাল দুপুরে স্থানী শহীদ মিনারে শিক্ষক সমন্ব পরিষদ আয়োজিত এক বিরা সমাবেশে শিক্ষকদের দু'দফা দাবী মেনে নেয়ার এবং গ্রেফতারকৃত শিক্ষকদের মুক্তি দাবী করা হয়। জেলা শিক্ষক সমিতির (কামরুজ্জামান) সহ-সভাপতি জনাব শাহাদাত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে শিক্ষক সমিতির নেতা জনাব আবদুল হালিম, ফজলুল হক, আবদুর রহমান এবং ১৫দল, ৭দল, ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ও সংগ্রামী ছাত্রজোটের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। জেলার ১১টি উপজেলা থেকে প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষক এই সমাবেশে যোগ দেন। সমাবেশে বিপুলসংখ্যক ছাত্র এবং অভিভাবকও উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশের পর একটি মিছিল শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের অফিসের সামনে দু'ঘণ্টা অবস্থান করে এবং জেলা প্রশাসকের নিক স্মারকলিপি পেশ করে।

গফরগাঁ

নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, মাধ্যমিক শিক্ষকদের দু'দফা দাবীতেও গ্রেফতারকৃত শিক্ষকদে মুক্তির দাবীতে গতকাল স্থানীয় রুস্তম আলী গোলন্দাজ হাইস্কুলে এক শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী তরণী কান্ত চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় শিক্ষক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ১৫ দল ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। পরে শিক্ষকদের একটি মিছিল শহরের রাজপথ প্রদক্ষিণশেষে উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের সামনে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করে। পরে স্থানীয় শহীদ মিনারে অপর একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সিলেট

জেলা বার্তা পরিবেশক জানান, বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের প্রতিরোধের ফলে গতকাল সিলেট শহরের ৬টি কেন্দ্রে এস, এস, সি পরীক্ষার প্রবেশপত্র বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। সিলেট সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সকাল ১১টার দিকে এই প্রবেশপত্র বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়; কিন্তু বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের বাধাদানে কর্তৃপক্ষ বিতরণ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। এসময় ছাত্রদের ইটপাটকেল ছোড়াছুড়িতে বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি কক্ষের দরজা-জানালার কাঁচ ভেঙে যায়। ছাত্ররা ধর্মঘটী শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে বিভিন্ন শ্লোগান দেয়। এদিকে কর্তৃপক্ষ আজ প্রবেশপত্র বিতরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক জানান, গতকাল দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ধর্মঘটী মাধ্যমিক শিক্ষকরা আদালত ভবনে বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন। মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির চট্টগ্রাম আঞ্চলিক শাখার সভাপতি জনাব এ,টি,এম রফিকুল আনোয়ার সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অবস্থান ধর্মঘটের সমাবেশে ১৫ দল, ৭ দল, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও সংগ্রামী ছাত্র জোটের নেতৃবর্গ বক্তৃতা করেন। এর আগে সকাল ১০টায় শিক্ষক ও ছাত্রদের এক বিরাট মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

আজ চট্টগ্রামের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশপত্র বিতরণের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রতিরোধের মুখে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। বোয়ালখালী ও হাটহাজারী উপজেলাতে বিক্ষুব্ধ ছাত্র ও শিক্ষকরা প্রবেশপত্র বিতরণে বাধা সৃষ্টি করলে সামান্য গোলযোগ হয়। বিক্ষোভকারীরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় তছনছ করে।

রাজশাহী

রাজশাহী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা এক তারবার্তায় জানান: ধর্মঘটী মাধ্যমিক শিক্ষকরা গতকাল মঙ্গলবার রাজশাহী শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।